ALL INDIA APPOINTMENT GAZETTE
₹ 3/-
A WEEKLY NEWS PAPER on EMPLOYMENT & TRAINING Opportunities
7, Old Court House Street, Kolkata-700 001
Call : 033 22101820

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

২৮ পৌষ ১৪২৪ শনিবার ৪.০০ টাকা 13 January 2018 Saturday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়
বিশ্বের বৃহত্তম সর্বাধিক সফল বিবাহ প্রতিষ্ঠান
তথ্যকেন্দ্র
১০ গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৬৯
রাজ ভবনের সামনে, ফোন- ০৩৩ ২২৪৮৪৪৬৭
E-mail : tathyakendra@hotmail.com

সরব চার

বিচারপতি জষ্টি চেলামেশ্বর

প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের পুরোভাগে রয়েছেন বিচারপতি জষ্টি চেলামেশ্বর। সিনিয়রিটির নিরিখে প্রধান বিচারপতির পরই তাঁর স্থান। তিনি অবসর নেবেন আগামী জুন মাসে। সুপ্রিমকোর্টে বিচারপতি চেলামেশ্বর অতীতেও সরব হয়েছিলেন।

বিচারপতি রঞ্জন গগৈ

সিনিয়রিটির বিচারে বিচারপতি গগৈ তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। আগামী অক্টোবরে তাঁরই প্রধান বিচারপতি হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে তিনিই হবেন প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রধান বিচারপতির আসনে বসবেন।

বিচারপতি মদন ভীমরাও লোকুর

সুপ্রিমকোর্টে ডিজিটাইজেশনের ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন। এর আগে ১৯৯৮ সালে দেশের অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেলও হয়েছিলেন। আগামী ডিসেম্বরে তিনি অবসর নেবেন।

বিচারপতি কুরিয়ান জোশেফ

১৯৭৯ সালে কেরল হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু। ২০১৩ সালে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হন তিনি। আগামী নভেম্বরে তিনি অবসর নেবেন।

আজকের দাম

পেট্রোল- ₹ ৭৩.৪৮

ডিজেল- ₹ ৬৩.৪৫

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

-সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল।

বিন্দু বিসর্গ

সাংবাদিকদের মুখোমুখি চার বিচারপতি। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

> এই ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী ব্যাপার। কিন্তু এটা আনন্দের বিষয় নয়। আমরা এই সাংবাদিক বৈঠক ডাকতে বাধ্য হয়েছি। এটা আমাদের কাছে যন্ত্রণার মুহূর্ত। সুপ্রিমকোর্টের প্রশাসন ঠিকমতো চলছে না। গত কয়েকমাসে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়
>
> *বিচারপতি জে চেলামেশ্বর*

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সংঘাত

সুপ্রিমকোর্টে বেনজির বিদ্রোহ

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ● নয়াদিল্লি

১২ জানুয়ারি ঃ দেশের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের সঙ্গে বেনজিরভাবে সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেন সুপ্রিমকোর্টেরই চার প্রবীণ বিচারপতি। বিচারপতি জে চেলামেশ্বর, বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি মদন বি লোকুর এবং বিচারপতি কুরিয়েন জোশেফ শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন, সুপ্রিমকোর্টে সবকিছু ঠিকমতো চলছে না। সর্বোচ্চ আদালতে যদি কাজকর্ম ঠিকমতো না হয় তাহলে তা দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি জে চেলামেশ্বর বলেন, 'সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ হল, নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা। নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা ছাড়া কোনো গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারে না।' তিনি বলেন, 'আমরা আজ সকালে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করে সুপ্রিমকোর্টের কাজকর্মের ধরন নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। দু-মাস আগে একটি চিঠিও দিয়েছিলাম ওঁকে। কিন্তু আমাদের উদ্‌বেগ নিরসনে উনি কোনো পদক্ষেপই করেননি।' প্রধান বিচারপতিকে ইমপিচ করা উচিত কিনা সে ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে বিচারপতি জে চেলামেশ্বরের কৌশলী মন্তব্য, 'এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে দেশ।' অন্যদিকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পরই অ্যাটর্নি জেনারেল কে কে বেণুগোপালকে ডেকে পাঠান প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র। বেশ কিছুক্ষণ তাঁরা আলোচনা করেন। এরপর প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টের চার বিচারপতির সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বিদ্রোহ' ঘোষণার বিরোধিতা করেন অ্যাটর্নি জেনারেল। তাঁর মতে, সংকট কাটানোর জন্য কূটনৈতিক পদক্ষেপ করলে ভালো হত। বিচারপতিদের মধ্যে মতবিরোধ মিটে যাবে বলেও আশাপ্রকাশ করেন তিনি।

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের এই নজিরবিহীন সংঘাতে বিস্মিত দেশের আইনজীবী মহল এবং প্রাক্তন বিচারপতিরা। স্তম্ভিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিরোধীরাও। সূত্রের খবর, প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে তাঁরই চার সহকর্মীর এহেন বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর তড়িঘড়ি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদকে ডেকে পাঠান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অপরদিকে পোড়খাওয়া আইনজীবী পি চিদম্বরম, কপিল সিবালের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিচারবিভাগের অন্দরে কোন্দল সৃষ্টির ঘটনায় বেদনাহত বলে এক টুইটবার্তায় জানিয়েছেন।

এদিন নিজের বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে শীর্ষ আদালতে মামলা বণ্টন, বিচারপতি নিয়োগ, প্রশাসনিক ব্যর্থতা সহ একগুচ্ছ অভিযোগ তোলেন বিচারপতি চেলামেশ্বর। পাশে বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, মদন লোকুর এবং কুরিয়েন জোশেফকে বসিয়ে তিনি বলেন, 'এই ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী ব্যাপার। কিন্তু এটা আনন্দের বিষয় নয়। আমরা এই সাংবাদিক বৈঠক ডাকতে বাধ্য হয়েছি। এটা আমাদের কাছে যন্ত্রণার মুহূর্ত। সুপ্রিমকোর্টের প্রশাসন ঠিকমতো চলছে না। গত কয়েকমাসে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়।' বিচারপতি চেলামেশ্বরের বক্তব্য, 'আমাদের চারজনের মনে হয়েছে, সুপ্রিমকোর্টের মতো প্রতিষ্ঠানের কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। দেশের প্রতিও আমাদের কর্তব্য রয়েছে। এই কর্তব্যের টানেই আমরা মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে জানিয়েছিলাম যে শীর্ষ আদালতে সবকিছু ঠিকমতো চলছে না। আজ সকালেও ওঁর সঙ্গে দেখা করে বিষয়গুলি জানাই। কিন্তু সুপ্রিমকোর্টের মতো একটি প্রতিষ্ঠান রক্ষা করার ব্যাপারে যে পদক্ষেপ করা দরকার তা ওঁকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা।' দু-মাস আগে প্রধান বিচারপতিকে তাঁরা যে চিঠিটি দিয়েছিলেন সেটিও এদিন প্রকাশ্যে আনেন বিচারপতি চেলামেশ্বর। বিচারপতিদের ক্ষোভ, বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলা তুলনামূলকভাবে নতুন বিচারপতিদের এজলাসে পাঠানো হচ্ছে। সোহরাবুদ্দিন শেখ ভুয়ো সংঘর্ষ মামলার বিচারক বিএইচ লোয়ার রহস্যজনকভাবে মৃত্যুর ঘটনায় যে জনস্বার্থ মামলাটি করা হয়েছে সেটি প্রবীণ বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত বেঞ্চগুলির কাছে না পাঠিয়ে অন্য বিচারপতিদের কাছে পাঠানো নিয়েও আপত্তি তোলেন তাঁরা। বিচারপতি চেলামেশ্বর, গগৈদের মতে, প্রধান বিচারপতি এই কাজটি নিজের মর্জিমাফিক করেন। এর পিছনে কোনো যৌক্তিকতা থাকে না।

বিচারবিভাগের এহেন অভ্যন্তরীণ কলহে আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গিয়েছে দেশের আইনজীবী মহল। প্রাক্তন বিচারপতি অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আজ যেটা ঘটল সেটা কখনও কাম্য ছিল না। যাঁরা অভিযোগ তুলেছেন তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই কোনো কারণ রয়েছে। এর ফল নিয়ে মানুষের মধ্যে আশঙ্কার মেঘ ঘনাবে।' *এরপর নয়ের পাতায়*

তোপে প্রধান

প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে মামলা বণ্টন, বিচারপতি নিয়োগ, প্রশাসনিক ব্যর্থতা সহ একগুচ্ছ অভিযোগ উঠেছে।

ডিজিট্যাল র‍্যাশনকার্ড বিক্রি চক্রের হদিস

রণজিৎ ঘোষ ● শিলিগুড়ি

কী অভিযোগ

কিছু ইনস্পেকটর নিজেদের হাতে ডিজিট্যাল র‍্যাশনকার্ড রেখে দিয়েছেন। তাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে কার্ডগুলি ডিলারদের কাছে 'বিক্রি' করছেন। লক্ষাধিক টাকায় কোথাও ১০০, কোথাও ২০০, আবার কোথাও ৩০০-৪০০ কার্ড বিক্রি হয়েছে

১২ জানুয়ারি ঃ এবার ডিজিট্যাল র‍্যাশনকার্ড নিয়ে বড়োসড়ো দুর্নীতির হদিস মিলল শিলিগুড়ি মহকুমায়।

ডিজিট্যাল র‍্যাশনকার্ড বিলিই না করা হলেও কিন্তু প্রতি সপ্তাহেই সেই কার্ড অনুযায়ী কেরোসিন তেল সহ খাদ্যপণ্য বরাদ্দ হচ্ছে। এমনই অভিযোগ উঠেছে শিলিগুড়ি মহকুমাজুড়ে। অভিযোগ, যে সংখ্যক কার্ড রাজ্য থেকে মহকুমায় এসেছে তার প্রায় পুরোটাই বিলি করার জন্য বিভিন্ন ব্লকে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই কার্ডেরই একটা বড়ো অংশ 'বিক্রি' করা হয়েছে। বিক্রি হওয়া সেই কার্ড দিয়েই মহকুমাজুড়ে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের ভরতুকিতে দেওয়া লক্ষ লক্ষ টাকার খাদ্যপণ্য প্রতি সপ্তাহেই চুরি হচ্ছে। একাধিক পঞ্চায়েত সদস্য, র‍্যাশন ডিলারদের একাংশ এবং খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কিছু কর্মী এই দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তবে, এই ধরনের চুরির অভিযোগ মানতে চাননি শিলিগুড়ির মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ আধিকারিক রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'যত র‍্যাশনকার্ড বিলি হয়েছে তার পুরোটাই গ্রাহকদের মধ্যে বিলি হয়েছে। সেই অনুযায়ী আমরা খাদ্যপণ্য বরাদ্দ করছি। কার্ড বিলিতে অনিয়মের কোনো অভিযোগ আমাদের কাছে নেই।' শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি তাপস সরকার বলেন, 'র‍্যাশনকার্ড বিলি করা নিয়ে অভিযোগ এসেছে। আমরা পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব।'

শিলিগুড়িতে র‍্যাশন দুর্নীতি নতুন কোনো ইশ্যু নয়। এর আগেও চা বাগানের নন ওয়ার্কারদের র‍্যাশন বিলি করা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠেছিল। মহকুমার চা বাগানে যত মানুষ রয়েছেন তাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণের তুলনায় অনেক বেশি খাদ্যপণ্য বিলি করার অভিযোগ রয়েছে। এবার ডিজিট্যাল র‍্যাশনকার্ড নিয়ে মহকুমাজুড়ে দুর্নীতির আঁচ পাওয়া গিয়েছে। খাদ্য দপ্তর সূত্রের খবর, মহকুমায় ১০ লক্ষের কিছু বেশি র‍্যাশনকার্ড হোল্ডার রয়েছেন। এরমধ্যে তিনটি ধাপে শিলিগুড়িতে ৮ লক্ষ ২০ হাজার মতো ডিজিটাল র‍্যাশনকার্ড এসেছে। খাদ্য দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ইতিমধ্যেই প্রায় ৭ লক্ষ ৮০০০ কার্ড বিলি করা হয়ে গিয়েছে। সেইমতোই প্রতি সপ্তাহে কেরোসিন তেল, চাল, আটা বা গম, চিনি বরাদ্দ করা হচ্ছে। বাকি কার্ডও বিলি করার কাজ চলছে বলেও খাদ্য দপ্তর জানিয়েছে। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, যত কার্ড বিলি হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে বাস্তবে তার সব কার্ড গ্রাহকের হাতে পৌঁছায়নি। তাহলে কার্ড গেল কোথায় ? খাদ্য দপ্তরেরই একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ডিজিট্যাল র‍্যাশনকার্ড বিলি করার নির্দেশিকা রয়েছে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ব্লক প্রশাসন র‍্যাশনকার্ড নিয়ে তা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হাতে দেবে। গ্রাম পঞ্চায়েত সেই কার্ড বিলি করবে। সেই মতো ডিজিট্যাল র‍্যাশনকার্ড বিলির কাজ শুরুও হয়। কিন্তু সেখানে খাদ্য দপ্তরের ইনস্পেকটররাও ছিলেন। তাঁদেরই বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে যেসব গ্রাহক কার্ড নিতে আসেননি তাঁদের কার্ডগুলি পঞ্চায়েত থেকে খাদ্য দপ্তরের ইনস্পেকটরদের হাতে ফেরত দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, দু-একটি পঞ্চায়েত থেকে কার্ড শিলিগুড়ির মহকুমা খাদ্য দপ্তরে ফেরত এলেও সিংহভাগ কার্ডই ফেরত আসেনি। এরই মধ্যে প্রচুর মানুষ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ব্লক অফিসে গিয়ে নিজেদের র‍্যাশনকার্ড খুঁজছেন। অনলাইনে তালিকায় তাঁদের নাম থাকলেও কেন কার্ড পাচ্ছেন না, সেই প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। ব্লক থেকে প্রত্যেককে শিলিগুড়িতে খাদ্য দপ্তরের অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। *এরপর নয়ের পাতায়*

আটটি হাট সংস্কারে ২২ কোটি বরাদ্দ

পূর্ণেন্দু সরকার ● জলপাইগুড়ি

১২ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের অধীন আটটি হাটকে সংস্কার করে মডেল হাট করার জন্য ২২ কোটি টাকা বরাদ্দ করল শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)। জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি, মৌলানি, পানবাড়ি, বাতাবাড়ি, তালমা, রাঙামাটি প্রভৃতি আটটি হাটকে বাছাই করে টেন্ডার ডাকছে এসজেডিএ। নিজেদের আর্থিক সংকটের সময় এসজেডিএর এই হাট সংস্কারের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে তৃণমূল পরিচালিত জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদ।

জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের অধীনে ২৮টি হাট রয়েছে। লোকবলের অভাবে হাটগুলি থেকে খাজনাও ঠিকমতো আদায় হয় না। হাটগুলির বেদখল হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধারেও জেলাপরিষদ সক্রিয় হয়েছে। ক্যাম্প করে খাজনা আদায়ের প্রক্রিয়া শুরু করেছে জেলাপরিষদ। কিন্তু হাটগুলির পরিকাঠামোগত নানা সমস্যা থাকায় জেলাপরিষদকে অনেকে খাজনাও দিতে চাইছে না। ফলে জেলাপরিষদের নিজস্ব রাজস্ব বৃদ্ধিও কমেছে। এই অবস্থায় জেলাপরিষদের আর্থিক সামর্থ্য নেই যে হাটগুলিকে সংস্কার করে পরিকাঠামো উন্নয়ন করবে। জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সভাধিপতি নূরজাহান বেগম বলেন, আমার সঙ্গে এসজেডিএর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর হাট সংস্কার করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। হাটগুলির অনেক সমস্যা রয়েছে। সংস্কার করার পর হাটগুলি জেলাপরিষদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। পরিসেবার উন্নতি হলে

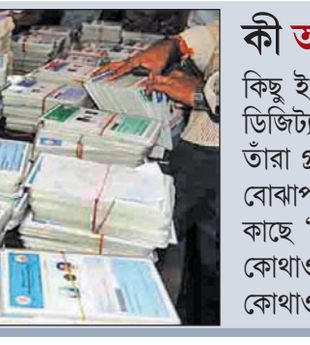

খাজনা আদায়ে অনেক সুবিধা হবে।

এসজেডিএর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'রাজ্য নগরোন্নয়ন দপ্তরের অনুমতিসাপেক্ষেই আমরা গ্রামীণ, আধা গ্রামীণ, চা বলয় এবং শহরাঞ্চলে কাজ করার অনুমতি পেয়েছি। তাই প্রাথমিকভাবে জেলাপরিষদের আটটি হাটকে মডেল হাট হিসেবে গড়ে তুলতে ২০-২২ কোটি টাকা খরচ করছি। টেন্ডার প্রক্রিয়া শীঘ্রই শেষ হবে। হাটগুলির রাস্তা দিয়ে ক্রেতারা বর্ষার সময় চলাফেরা করতে পারেন না। হাটের শেড দিয়ে বৃষ্টির সময় জল পড়ে। বিদ্যুতের লাইন জতুগৃহ হয়ে রয়েছে। শৌচালয় থাকলেও তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। হাটগুলি সংস্কার করে এই সমস্ত পরিকাঠামোর উন্নতি করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে বসার জায়গা এবং কয়েকটি হাটে দোকানঘর বাড়ানো হতে পারে। *এরপর নয়ের পাতায়*

বন্ধ রেডব্যাংক চা বাগানের ফাইলচিত্র।

চা বাগান এখন স্বজন হারানোর উপত্যকা

শুভজিৎ দত্ত ● নাগরাকাটা

১২ জানুয়ারি ঃ ডুয়ার্সের চা বাগান থেকে ভিনরাজ্যে কাজের সন্ধানে গিয়ে নিখোঁজ হবার ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। শুধু যে বন্ধ বাগানের শ্রমিকরাই ওই তালিকায় রয়েছেন তা কিন্তু নয়। অচল, এমনকি বহু চালু বাগানের শ্রমিক কিংবা শ্রমিক পরিবারের সদস্যদেরও এখন আর কোনো খোঁজ নেই বলে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সমীক্ষার রিপোর্ট জানাচ্ছে । নিখোঁজদের বাড়ির লোক উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটালেও কোথায় গেলে প্রতিকার মিলতে পারে তা তাঁদের জানা নেই। সব মিলিয়ে চা বাগান যেন এখন স্বজন হারানোর উপত্যকা।

সংশ্লিষ্ট নানা মহল এবং স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, যাঁদের নিখোঁজ বলা হচ্ছে তাঁদের সঙ্গে বাড়ির লোকেদের কারও সম্পর্ক নেই টানা এক বা দু-বছর ধরে। আবার কারও সঙ্গে এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা বাড়তে বাড়তে এখন দশ বছরে গিয়ে ঠেকেছে, এমন নজিরও মিলতে শুরু করেছে। প্রত্যেকেই সংসারের জন্য দালালদের মাধ্যমে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন বিকল্প রুটিরুজির সন্ধানে। পরিস্থিতি এখন এমনই যে বাড়ির লোকের চোখের জল শুকিয়ে কাঠ হলেও প্রশাসন থেকে শুরু করে ট্রেড ইউনিয়ন- কারোরই এ ব্যাপারে কোনো হেলদোল নেই বলে অভিযোগ।

সম্প্রতি, দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরাম নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বানারহাটের বন্ধ রেডব্যাংক চা বাগানে সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছে সেখানকার দুজনের কোনো খোঁজ পাচ্ছেন না তাঁদের বাড়ির সদস্যরা। তাঁদের মধ্যে গির্জা লাইনের পদো ওরাওঁ আজ থেকে বছর দশেক আগে যখন দিল্লি গিয়েছিলেন ভালো কাজের প্রলোভনে তখন তাঁর বয়স মাত্র বারো। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত পদোর সঙ্গে আর যোগাযোগই করতে পারেনি ওঁর বাড়ির লোক। পদোর জ্যাঠামশাই এতোয়া ওরাওঁ বলেন, 'বাগানেরই একজনের সঙ্গে কাজের জন্য দিল্লি গিয়েছিল আমার ভাইয়ের ছেলে। *এরপর নয়ের পাতায়*

ডেঙ্গুর মশা তাড়াবে লেমন পাইন

সানি সরকার ● শিলিগুড়ি

১২ জানুয়ারি ঃ কমলালেবু জাতীয় গন্ধটা রাত বাড়লেই বেশ টের পাওয়া যায়। দিনেরবেলাতেও ওই সুবাস থাকে কিন্তু নানা কারণে তা নাকে আসে না। কিন্তু রাত বা দিন, মশককুল ওই গন্ধ ভালোভাবেই টের পায়। মশা তাই 'লেমন পাইন'-এর ধারেকাছে থাকার পরিবর্তে পালিয়ে বাঁচে। ফলে পাহাড়ের এই গাছটি ডেঙ্গুর দাওয়াই হতে পারে। লেমন পাইন বা লেমন সাইপ্রেসের গুণাগুণ মেনে নিয়ে চিকিৎসকদের একাংশও তা বলছেন। ঘর সাজাবার এই গাছ নিয়েই বর্তমানে বিশদে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে জন্ম নেওয়া মনটেরে সাইপ্রেস দার্জিলিং পাহাড়ে পরিচিত লেমন পাইন নামে। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম কাপরেসসাস ম্যাকরোকারপা। দার্জিলিং জেলার মিরিকে এখন এই গাছের চাষ হচ্ছে। প্রথমদিকে আর দশটা বাহারি গাছের মতো এই গাছও ঘর সাজাবার বা ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চাষ হত। কিন্তু বর্তমানে পাহাড়ি লেমন পাইনের পরিচিতি ডেঙ্গু প্রতিরোধক হিসাবে ঘটতে চলেছে। এর মূলে রয়েছে এই গাছটি থেকে নিসৃত গন্ধ। দিনরাত, সবসময়ই গাছটি থেকে কমলালেবু জাতীয় গন্ধ বের হয় বলে এই গাছের

চাষাবাদের সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধরাজ রাই দাবি করেছেন। মিরিকের বাসিন্দা বুদ্ধরাজবাবুর বক্তব্য, 'রাত যত বাড়ে, ততই গন্ধ প্রকট হয় এবং তা মানুষ টের পায়।' পতঙ্গদের ঘ্রাণশক্তি বেশি হওয়ায় দিনেরবেলাতেও ওই গন্ধ মশার নাকে লাগে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই গাছটি যেখানে থাকে তার ধারেকাছে মশা থাকে না বলে অনেকেই দাবি করেছেন। বঙ্গরত্নপ্রাপক বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রেম দোরজি ভুটিয়াও এই তত্ত্ব মেনে নিচ্ছেন। তিনি বলেন, 'গন্ধের জন্যই গাছটির আশেপাশে বা যতদূর গন্ধ থাকে তার মধ্যে মশা থাকে না।' ডেঙ্গু রোধের ক্ষেত্রে তিনি মনে করছেন। চিকিৎসক শঙ্খশুভ্র সেন গাছটির সম্পর্কে বিশদে খোঁজ নিয়ে গুণাগুণ কাজে লাগাবার কথা বলেছেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক তথা এনটোমোলজি নিয়ে রিসার্চ করা আনন্দ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'মশার মতো পতঙ্গরা এ ধরনের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। যেমন সিট্রেনিলার গন্ধ যতক্ষণ থাকে, সেখানে মশার দেখা মেলে না।' *এরপর নয়ের পাতায়*